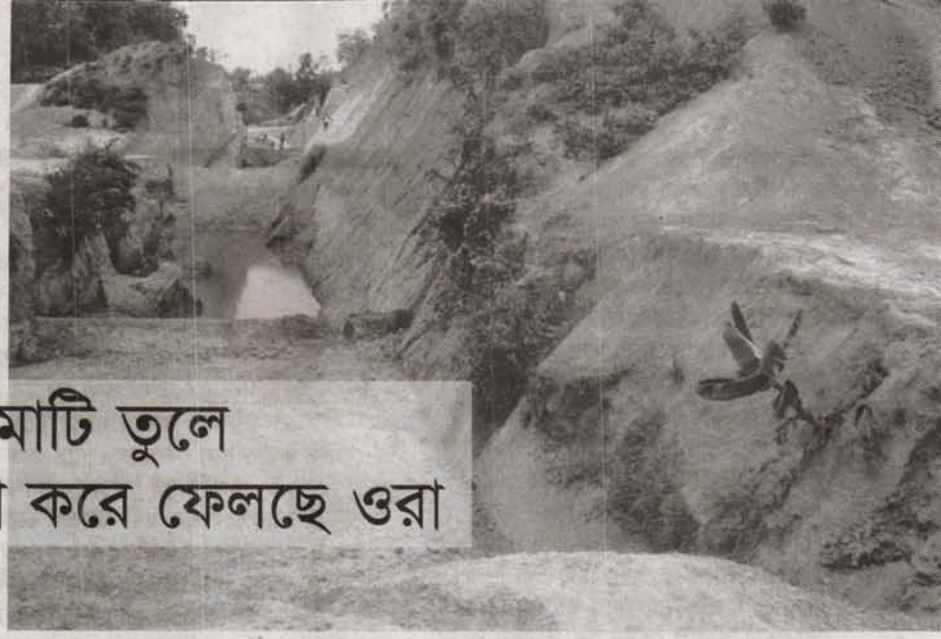

অবৈধভাবে সাদা মাটি তুলে ধোবাউড়াকে সাদা করে ফেলছে ওরা

● বাবুল হোসেন

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় এখন কেবল অবশিষ্ট রয়েছে সাদা মাটির খনিজের সুউচ্চ পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ। এলোমেলোভাবে কাটাকাটি করায় কোথাও পুকুর, ডোবা ও পরিখা তৈরি হয়েছে পাহাড়-টিলার নানা স্থানে। কোনো কোনো গর্ত ১০০ থেকে ১৫০ ফুট গভীর। এ রকম পরিবেশেই বসবাস করছে আদিবাসীসহ শত শত পরিবার। এসব পরিবারের শঙ্কা– ভূমিকম্প কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় ঘটতে পারে সাদামাটির খনিজ এলাকায়।

ভারত সীমান্তের কাছে ময়মনসিংহের কেবল ধোবাউড়া উপজেলাতে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ সাদা মাটিসহ বাহারি রঙের অসংখ্য ছোট-বড় ঢেউ খেলানো পাহাড় আর টিলার সারি। এক সময়ে এসব পাহাড়-টিলা ঘন সবুজ বনে আচ্ছাদিত থাকলেও এখন অধিকাংশ পাহাড়-টিলার সবুজ বৃক্ষরাজি কেটে সাবাড় করা হয়েছে। সুউচ্চ পাহাড় কেটে এর গভীর তলদেশ থেকে তুলে আনা হচ্ছে সাদা মাটির খনিজ।

ধোবাউড়া উপজেলা সদর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরের মৌজা ভেদিকুড়া। দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের এই মৌজাতেই রয়েছে দেশের একমাত্র সিরামিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক সাদা মাটি। ভেদিকুড়া মৌজায় ছোট-বড় অর্ধশত যেসব পাহাড়-টিলা রয়েছে, তার সবকটিতেই আছে এই সাদা মাটির খনিজ। দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা আনোয়ারুল হক জানান, ভেদিকুড়া মৌজায় কী পরিমাণ সাদা মাটির খনিজ সম্পদ রয়েছে তার কোনো দালিলিক তথ্যপ্রমাণ নেই। তবে অনুমান করে বলা যায়, প্রায় ৩০ একর জায়গাজুড়ে সাদা মাটির খনি রয়েছে। মনসাপাড়া এলাকায় ব্যক্তিমালিকানার দাবিদার মেসার্স বাংলাদেশ এগ্রো সিরামিক কোম্পানি, ৮৯/১ আর কে মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা ঠিকানার ব্যবস্থাপনা অংশীদার গোলাম কিবরিয়া সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ৩ একরের বেশি জায়গা থেকে সাদা মাটি উত্তোলন করছেন। একই সঙ্গে আদালতের রিট মামলার একটি সাইনবোর্ডও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে খনি এলাকায়।

স্থানীয় প্রশাসনের সূত্র জানায়, খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এক পত্রে মেসার্স বাংলাদেশ এগ্রো সিরামিক কোম্পানিকে নির্ধারিত একটি সময়ের মধ্যে ২ হাজার মেট্রিক টন সাদা মাটি উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এই পত্রের কপি স্থানীয় প্রশাসনের হাতে পৌঁছার আগেই বেঁধে দেয়া সময় পার হয়ে গেছে। আর এর আগেই খেয়ালখুশিমতো সাদা মাটি তুলেছে ওই প্রতিষ্ঠান। এমনকি নির্ধারিত পরিমাণ সাদা মাটি উত্তোলনের পরও চলছে খনন কাজ। খনি এলাকার স্থানীয় শ্রমিক এবং মালিকের প্রতিনিধি দাবি করে মোসলেম উদ্দিন জানান, মেসার্স বাংলাদেশ এগ্রো সিরামিক কোম্পানির গোলাম কিবরিয়া ক্রয় করা ও পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জায়গা থেকে এই সাদা মাটি উত্তোলন করছেন। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে কিনা প্রশ্নে জানান, বিষয়টি মালিকই ভালো বলতে পারবেন।

ভেদিকুড়ার সেকাল-একাল : স্থানীয়দের মতে, ধোবাউড়ার পাহাড়ি এলাকায় সাদা মাটির খনিজ আবিষ্কার হয় ১৯৬৮ সালের দিকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সাদা মাটির খনিজ খনন শুরু হয়। আজহার নামে একটি কোম্পানি প্রথম এই খনন শুরু করে। খননকাজ চলে ৮ থেকে ৯ মাস। স্থানীয় আদিবাসী ফাদার জলেন্দ্র রিছিল (৭৬) জানান, দেশ স্বাধীনের আগে ধোবাউড়ার দুর্গম জনপদ ভেদিকুড়া মৌজার ছোট-বড় পাহাড়-টিলা ছিল বড় বড় শাল-গজারিসহ নানা প্রজাতির ঘন সবুজ বৃক্ষরাজিতে ঢাকা। সূর্যের আলো ভেতরে পৌঁছত না, এমন ঘন ছিল সেই বনজঙ্গল। এ সময়ে গারো হাজংরাই ছিল এসব বনজঙ্গলের বাসিন্দা।

ময়মনসিংহের গফরগাঁও থেকে আসা হোসেন আলী (৫৫) জানান, ষাটের দশকে বনের নওশের ভিটায় একবার খননকাজ করার সময় পাহাড়ধসে প্রাণ হারায় স্থানীয় ৪ শ্রমিক। এরপর দীর্ঘদিন পাহাড় কাটা ও খননকাজ বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে হক অ্যান্ড ব্রাদার্স এবং কসমস নামে আরো দুটি প্রতিষ্ঠান ভেদিকুড়ায় পাহাড় কেটে সাদা মাটি খনন ও উত্তোলন করছিল। সাদা মাটির খনিজ পরিবহনের জন্য বনের জায়গার ভেতর দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো রাস্তাও তৈরি করেছিল এসব প্রতিষ্ঠান। পরে এ নিয়ে বন বিভাগের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে চলে যায় ওই প্রতিষ্ঠান। তবে সেসব খানাখন্দ এখনো ভরাট করা হয়নি।

দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গাজীউর রহমান জানান, পর্যটন সম্ভাবনাময় ধোবাউড়ার ভেদিকুড়াসহ আশপাশের পাহাড়-টিলার সাদা মাটির প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ ও সরকারি বনের শাল-গজারির বৃক্ষরাজি সংরক্ষণ করা গেলে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে ভারত সীমান্তের এই অঞ্চল। স্থানীয় আদিবাসী ও টিলার বাসিন্দা জোসনা রেমা (৭০) জানান, তার চারপাশে পাহাড়-টিলা কেটে সাফ করে গর্ত করে ফেলে রাখা হচ্ছে। ভূমিকম্প কিংবা বর্ষায় পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটলে ভেদিকুড়ায় পরিবেশের সঙ্গে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

নির্বিকার স্থানীয় বন বিভাগ : ধোবাউড়ার ভেদিকুড়া মৌজায় ময়মনসিংহ বন বিভাগের নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর রেঞ্জের অধীন ভেদিকুড়া বিটের কর্মকর্তা দেবব্রত দাস জানান, ভেদিকুড়া মৌজায় ৩৮ একরসহ বন বিভাগের ২৪৫ দশমিক ২৮ একর সরকারি জমি রয়েছে। জমিতে রয়েছে ছোট-বড় অর্ধশত পাহাড়-টিলা। এর মধ্যে ভেদিকুড়াসহ ৭টি মৌজায় এই পাহাড়-টিলার সংখ্যা বেশি। এসব প্রতিটি পাহাড়-টিলা সাদা মাটির খনিজসমৃদ্ধ। সে কারণেই প্রভাবশালীদের দৃষ্টি এসব সাদা মাটির পাহাড়ের প্রতি। পাহাড় কাটা ও সাদা মাটি উত্তোলনে বন বিভাগের কোনো নজরদারি কিংবা বাধাদানের নজির নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

পাহাড় কেটে বের করা সাদা মাটি

প্রশাসনের নাকের ডগাতেই চলছে সবকিছু : ধোবাউড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা শামছুল হক জানান, খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো থেকে অনুমতি নিয়ে বর্তমানে ভেদিকুড়া মৌজার মনসাপাড়া থেকে সাদা মাটি উত্তোলন করছে বাংলাদেশ এগ্রো সিরামিক কোম্পানি। এছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোনো কোম্পানির সাদা মাটি উত্তোলনের অনুমতি নেই। অনুমতির ক্ষেত্রে খনিজসম্পদ ব্যুরো থেকে কেবল একটি ডিও লেটারের কপি পান তিনি। এ পত্রে সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং সাদা মাটি উত্তোলনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। তবে এটি নির্ধারিত সময়ের আগে কখনই তার হাতে পৌঁছে না। এ কারণে অনুমতি পাওয়া কোম্পানি নির্ধারিত সময়ে কী পরিমাণ সাদা মাটি উত্তোলন করেছে সেটি দেখার সুযোগ থাকে না বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন, ডিও লেটারের কপি না পাওয়া একটি অজুহাত মাত্র। কেননা অনুমতিপত্র না পাওয়ায় প্রশাসন ইচ্ছা করলে কোম্পানির উত্তোলন কাজ থামিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। সর্বশেষ চলতি সালের গত মার্চে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে খনিজসম্পদ ব্যুরো থেকে যে ডিও লেটার পাঠানো হয় তাতে এগ্রো সিরামিক কোম্পানির নামে ২ হাজার মে. টন সাদা মাটি উত্তোলনের অনুমতি দেয়ার উল্লেখ ছিল।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে সবকিছু : পরিবেশ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের উপ-পরিচালক ইউসুফ আলী জানান, পাহাড়, টিলা ও বনজ সম্পদের মালিক বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। ১৯৯৫ সালের বন ও পরিবেশ আইন এবং ২০১০ সালের সংশোধিত আইনে পাহাড়-টিলা কাটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে সরকার। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে পাহাড়-টিলা কাটতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আগাম অনুমতি নিতে হবে। ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ পাহাড়-টিলা কাটা ও সাদা মাটি উত্তোলনে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অনুমতি কিংবা ছাড়পত্র গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে জানান এই পরিবেশ কর্মকর্তা। এমনকি কোন কোম্পানি কী পরিমাণ সাদা মাটি উত্তোলন এবং কীভাবে পাহাড় কাটা হবে এ বিষয়ে অবহিত নয় স্থানীয় পরিবেশ অধিদপ্তর।

খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক যা বলেন : খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক এহসানুল বারী জানান, দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও এই খাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বিবেচনায় খনিজসম্পদ ব্যুরো আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়। এজন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আবেদন করার পর সেটি সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়ার পর পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেলে কার্যাদেশ দেয়া হয়। অনুমোদনের পুরো এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়ার পর লিজের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। এরপর শর্তসাপেক্ষে ইজারার অনুমতি দেয়া হয় খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো থেকে। তবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান খনিজসম্পদ আহরণ করতে পারবে না। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য এই অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক।

ধোবাউড়ায় সাদা মাটি উত্তোলনে পরিবেশ বিপর্যয় প্রশ্নে ব্যুরোর এই পরিচালক জানান, এটি দেখার জন্য ময়মনসিংহ জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা রয়েছেন। তার ওপর এখন থেকে এটি নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জেলায় মনিটরিং কমিটি হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মামুন অর রশিদ জানান, সাদা মাটি উত্তোলনের ফলে অবশ্যই পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতেই মনিটরিং কমিটি করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের বক্তব্য : পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক তৌফিকুল আরিফ সাদা মাটি উত্তোলনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়ার বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে জানান, এর বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠান সাদা মাটি কিংবা কোনো ধরনের খনিজসম্পদ আহরণ করতে পারবে না। ধোবাউড়ায় সাদা মাটি উত্তোলনে পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা অকপটে স্বীকার করেন তিনি। ধোবাউড়ায় এগ্রো সিরামিক নামে প্রতিষ্ঠানের সাদা মাটি উত্তোলনে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র কিংবা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কিনা প্রশ্নে এই কর্মকর্তা কিছু জানেন না বলে জানান।

ধোবাউড়ায় প্রভাবশালীদের থাবা থেকে রেহাই পায়নি বন বিভাগের এই পাহাড়টিও

সাড়া মেলেনি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের : প্রচলিত আইনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও পরিবেশ

অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান খনিজসম্পদে হাত দিতে পারবে না। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশের ক্ষতি না করে সতর্কতার সঙ্গে শর্ত মেনে খনিজসম্পদ আহরণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এসব আইনের কথা বললেও সাদা মাটি উত্তোলনের অনুসন্ধানে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব শফিকুর রহমান পাটোয়ারির। সচিবের বক্তব্য জানতে তার অফিস নম্বরে (৯৫৪০৪৮১) এবং মোবাইল নম্বরে (০১৭৫৫৫০০০১৯) চলতি সালের এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত অন্তত অর্ধশতবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। অফিসের পিও পরিচয়ে রমিজ উদ্দিন অসংখ্যবার জানিয়েছেন, 'স্যার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, মন্ত্রীর সামনে, সংসদে ও সভায় ব্যস্ত।' ফলে সচিবের বক্তব্য জানা যায়নি।

ফোন রেখে দিচ্ছে এগ্রো সিরামিক কোম্পানি : মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে কিনা জানতে মেসার্স বাংলাদেশ এগ্রো সিরামিক কোম্পানি, ৮৯/১ আর কে মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা ঠিকানার ব্যবস্থাপনা অংশীদার গোলাম কিবরিয়ার সঙ্গে তার অফিস নম্বর (৯৫৭৫১৫০) এবং মোবাইল নম্বরে (০১৭১৫০২৮১১১) অসংখ্যবার যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। অফিস নম্বরে ফোনের পর

ধোবাউড়ায় পাহাড় কেটে সাদা মাটি সংগ্রহের পর চালানের জন্য রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছে

সাংবাদিক পরিচয় জেনে বার বারই ফোন রেখে দেয়া হয়। আর মোবাইল নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। ফলে ধোবাউড়ায় কী পরিমাণ সাদা মাটি উত্তোলনের অনুমতি রয়েছে, সেটি জানা যায়নি। তবে ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামছুল হক জানান, গত মার্চ মাসে খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো থেকে পাঠানো একটি ডিও লেটারে ২ হাজার মে. টন সাদা মাটি উত্তোলনের উল্লেখ ছিল এগ্রো সিরামিক কোম্পানির নামে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে কিনা নিশ্চিত নন এই কর্মকর্তা। পরিবেশ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের উপ-পরিচালক ইউসুফ আলীর দাবি, পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো ছাড়পত্র নেই প্রতিষ্ঠানটির নামে। ■